আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বানী - ২১ শে সেপ্টেম্বর ২০০২

সকল মহাদেশের শিশুদের দানকৃত মুদ্রা নিক্ষেপের দ্বারা জাতিসংঘ সদরদপ্তরে অনুরণিত শন্তির ঘন্টা বৈশ্বিক সংহতির এক মুর্ত প্রতীক। জাপানের এই উপহার যুদ্ধের করাল গ্রাসে হারিয়া যাওয়া অগুনতি জীবনের এক স্মারক।

"নিরঙ্কুশ বিশ্ব শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হোক" কথাটি এর পার্শ্বদেশে লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রতি বছর আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উপলক্ষে সারা বিশ্ব হতে লোক জন সমবেত হয়ে এই আবেগ পুনর্ব্যক্ত করে, যুদ্ধের শিকার সেই সব হতভাগ্যদের স্মরণ করে এবং একটি অধিকতর নিরাপদ ও ন্যায়ের পৃথিবী গড়ার চিরাচরিত প্রয়াসে নিজেদের পুনঃ উৎসর্গ করে।

এই বছরে একটি নতুন ধারায় শান্তি দিবস পালনের সূচনা হয়েছে। সাধারণ পরিষদ এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, এবার থেকে "বৈশ্বিক যুদ্ধ বিরতি ও অসহিংসতার একটি দিবস" হিসেবে প্রতিবছর ২১শে সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস পালিত হবে। অতএব আমি সকল জাতি ও জনগণকে সমগ্র দিনটিতে সকল ধরনের সহিংসতা বন্ধের আহবান জানাই।

এই চব্বিশটি ঘন্টা ঃ ত্রান কর্মীদের জরুরী সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নিরাপদ সুযোগের ব্যবস্থা করা; মধ্যস্থতাকারীদের ব্যাপক সন্ধি গঠনের আমন্ত্রন জানানো; যুদ্ধে লিপ্ত সকলকে আরো সহিংসতা সৃষ্টির যৌক্তিকতাকে বিবেচনা করার সুযোগ দেয়া।

এই চব্বিশটি ঘন্টা ঃ সময় হিসেবে দীর্ঘ না হলেও তা বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে তাদের জনগণের কথা শ্রবণের সুযোগ করে দিবে। ঐ জাতিসমূহের কেউ কেউ অত্যাচার ও অসহনশীলতার অবসান চায় এবং তারা প্রকাশ্যে তাদের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের সুযোগের দাবী উত্থাপন করবে। অন্যরা দারিদ্র ও হতাশা হতে মুক্তি চায়, এবং তারাও এই ব্যাপারে আরও সরব হতো যদি না তাদেরকে পরিবারের খাদ্য যোগানো ও আশ্রয় প্রদানের নিত্য সংগ্রামের বোঝা টানতে হতো।

বিশ্বের নেতৃবৃন্দের আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসের বার্তা শ্রবণের বিশেষ দায়দায়িত্ব রয়েছে। এই বার্তা দেশে-বিদেশে ধ্বনিত হোক।

** ** **